বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

(বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

শ্রীমঙ্গল-৩২১০, মৌলভীবাজার।

টেলিফোন : ০৮৬২৬-৭১২২৫
ফ্যাক্স নং : ০৮৬২৬-৭১৯৩০
ই-মেইল : directorbtri@gmail.com
ওয়েব : www.btri.gov.bd

চলতি মৌসুমে চা বাগানে লালমাকড় আক্রমণের সম্ভাবনা এবং ইহা দমনে পরিকল্পিত করণীয়সমূহ

চা অনিষ্টকারী পোকামাকড়সমূহের মধ্যে **লালমাকড়** অন্যতম প্রধান ক্ষতিকারক বালাই। চা আবাদীতে লালমাকড়ের আক্রমণ কাঙ্খিত চা উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। এটি সচরাচর খালি চোখে দেখা না গেলেও ইহা দ্বারা আক্রান্ত পাতাসমূহের লক্ষণ স্পষ্ট করে যে, চা আবাদীতে লালমাকড়ের আগমন ঘটেছে। অর্থাৎ শুধু আগমন নয়, ইতিমধ্যে আপনার চা আবাদী এটি (লালমাকড়) দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে আবহাওয়াগত তারতম্য বিশেষ করে গড় তাপমাত্রা ৩০°/২০° সে. এর উপরে যা কিনা লালমাকড়ের প্রজনন ক্ষমতা, ডিমের সুপ্তিকাল, জীবনকাল পরিবর্তন ও বংশবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুরুপভাবে, তাপমাত্রার সাথে আক্রমণের মাত্রা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, ফলে সাধারণত বছরের এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদের আক্রমণ পরিক্ষিত হয়। তাই এদের বিস্তার রোধে যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে তা হলো –

মৌসুমের শুরুতে করণীয়

১। বর্ধিত তাপমাত্রা ও কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল লালমাকড় বৃদ্ধির জন্য অনুকূল।

২। হালকা বৃষ্টি বা থেকে থেকে রোদ (intermittent sunny day) লালমাকড়ের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়ে দেয়। তাই এসময়ে Monitoring ও Priority basis মাকড়নাশক সিঞ্চনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৩। লালমাকড় প্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত ছায়াগাছ রোপন করতে করে। কেননা লালমাকড় উষ্ক ও শুষ্ক আবহাওয়া পছন্দ করে।

৪। আগাছা লালমাকড়ের বিকল্প পোষক। তাই প্রথম বৃষ্টিপাতের পর আগাছা যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।

৫। দমকা বাতাসে লালমাকড় ছড়ায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সাধারণত দমকা বাতাস বয়ে থাকে। ফলে আক্রান্ত সেকশন হতে লালমাকড় ভালো সেকশনে ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সেবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৬। চা আবাদীতে বিশেষত লালমাকড় প্রবণ এলাকায় গরু ছাগল নিয়ন্ত্রণ এবং Plucker movement লালমাকড়ের আক্রমণানুসারে সাজাতে হবে।

৭। লালমাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত রোপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আক্রান্ত পরবর্তী করণীয়

১। বিটিআরআই অনুমোদিত মাকড়নাশক ও এর সঠিক মাত্রা অনুসরন করতে হবে। ইচ্ছামাফিক মাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না।

২। মাকড়নাশক অবশ্যই অরিজিনাল কোম্পানি বা রেজিস্টার্ড ডিলার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৩। চা গাছের fish leaf & janam leaf/scale leaf এলাকায় লালমাকড়ের অন্যতম hinding place। অবশ্যই fish leaf & janam leaf/scale leaf টার্গেট করে সিঞ্চন করলে কার্যকরী ফল পাওয়া যাবে।

৪। মাকড়নাশক সিঞ্চনকালে অবশ্যই পূর্ণ বয়স্ক ও কচি পাতার উভয় দিকে টার্গেট পয়েন্ট রেখে সিঞ্চন নল ও নজল চা গাছের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক nozzle উল্টিয়ে সিঞ্চন নিশ্চিত করতে হবে।

৫। চা গাছ ভালোভাবে ভিজানোর নিমিত্তে মাকড়নাশকের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ১০০০ লিটার পানি নিরুপণ করা হয়েছে।

৬। লালমাকড় আক্রান্ত সেকশনের সন্তোষজনক নিয়ন্ত্রণে মাকড়নাশক প্রয়োগকৃত একই সেকশনে প্লাকিং পরবর্তী অর্থাৎ ৬-৭ দিন অন্তর ২য় রাউন্ড সিঞ্চন নিশ্চিত করতে হবে।

৭। Monitoring based spot application এর উপর জোর দিতে হবে।

৮। একই গ্রুপের মাকড়নাশক বার বার প্রয়োগ না করে ভিন্ন গ্রুপের মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯। লালমাকড়ের টেকসই ও কার্যকরী দমন ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে মাসভিত্তিক বর্ণিত তিনটি ধাপে মাকড়নাশকের প্রয়োগবিধি-

১ম ধাপঃ এপ্রিল-মে মাস - এবামেক্টিন ১.৮ইসি @ ৫০০ মিলি./হেক্টর অথবা প্রোপারজাইট ৫৭ইসি @ ১.০০ লি./হেক্টর।

২য় ধাপঃ জুন-আগস্ট মাস - স্পাইরোমেসিফেন ২৪০এসসি @ ৪০০ মিলি./হে. অথবা হেক্সিথায়াজোস ১০ইসি @ ৫০০ মিলি./হে. অথবা ফেনাজাকুইন ১০ইসি @ ৬০০ মিলি./হে.

৩য় ধাপঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর - এমামেক্টিন বেনজয়েট ৫এসজি @ ৫০০ গ্রা./হে. অথবা এবামেক্টিন ১.৮ইসি @ ৫০০ মিলি./হে.

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কীটতত্ত্ব বিভাগ।

(ড. মোহাম্মদ আলী)
পরিচালক
বিটিআরআই।